সংবাদ
001
তারিখ 30 JUN 1985
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ও প্রাসঙ্গিক কথা

দিলরুবা শাহানা

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন ধরে নাট্যকর্মীরা আন্দোলনশুরু করেছেন। সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই এ আন্দোলনে সমর্থনও রয়েছে। এই আইনটির প্রাসঙ্গিক আলোচনার উদ্দেশ্যে নিবন্ধের সূত্রপাত।

আইনটি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত। মূলতঃ এর নাম 'নাটকাভিনয় সম্বন্ধীয় আইন।' এতে নাটকাভিনয় ও মূকাভিনয়ের নানা বিধিনিষেধের কথা বর্ণিত হয়েছে। আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, নাটক সম্বন্ধীয় অভিনয় ভালভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন। এই আইনবলে সরকার সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শিত রাজদ্রোহমূলক কুৎসাপূর্ণ মানহানিকর অথবা অশ্লীল নাটকাভিনয় নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই আইনের ধারানুযায়ী যখনই কোন নাটক, মূকাভিনয় ইত্যাদি সর্বসাধারণ্যে অভিনীত হচ্ছে বা অভিনীত হবে বা সম্বন্ধে সরকারের এরূপ ধারণা হয় যে এর প্রকৃতি কুৎসাপূর্ণ, মানহানিকর অথবা আইনানুগ সরকারের প্রতি অসন্তোষপূর্ণ অনুভূতি উজ্জীবনকারী অথবা উপস্থিত লোকের নীতিভ্রষ্টকরণে এবং দুর্নীতি পরায়ণ হওয়াতে সহায়তাকারী এক্ষেত্রে সরকার অথবা তারপক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করতে পারেন।

যদি কেউ উক্ত আদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির পরও নিষিদ্ধ ঘোষিত নাটকে অভিনয় করে বা অন্য কোনভাবে নাটকটি যাতে অভিনীত হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে আদেশ অবজ্ঞা করে সম্পূর্ণ নাটকে বা অংশবিশেষ দেখার জন্য দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকে অথবা অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত জায়গা যদি মালিক বা যার অধীনে জায়গা সে যদি নিষিদ্ধ ঘোষিত নাটক সে জায়গায় অভিনয়ের অনুমতি দেয়, তাহলে শাস্তি পাবে, যা তিনমাস জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই শাস্তি হিসাবে পেতে পারে।

নাটকাভিনয়ের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য সরকার অথবা তারপক্ষে নিযুক্ত কর্মকর্তা লেখক স্বত্বাধিকারী এবং অন্য যারা নাটকটিতে অভিনয় করবে অথবা যে জায়গায় অভিনীত হবে তার মালিকের কাছে নাটকটির প্রকৃতি জানতে চেয়ে আবেদন করতে পারে।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের সামনে নাটক বা মূকাভিনয় বিষয়টি উপস্থাপিত করবে, কেউ এর বিরোধিতা করলে তা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারানুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হবে।

যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস করার কোন কারণ থাকে যে, কোন জায়গা এই আইনের আওতায় নিষিদ্ধ কোন নাটকাভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে তখন তার নির্দেশ নিয়ে নিযুক্ত পুলিশ অফিসার আবশ্যকীয় সাহায্য নিয়ে দিনে বা রাতে যে কোন সময় প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে ঐ জায়গায় প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানে যাকে পেবের করতে পারবে তাকেই কয়েদ করবে বা পুলিশের জিম্মায় নিয়ে আসবে এবং পোশাক থেকে শুরু করে অন্য যা কিছু ঐ নাটকে ব্যবহৃত হতে পারে বলে মনে হবে তা আটক করতে পারে।

আইনে আরো বলা হয়েছে সরকারের কাছে যখনই মনে হবে স্থানীয় কোন জায়গায় নাটকাভিনয় নিষিদ্ধ করতে হবে তখনই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নাটকাভিনয় নিষিদ্ধ আদেশ প্রযোজ্য হবে।

সরকার অথবা তার পক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া সেদিন এবং তার পরবর্তী দিনগুলো থেকে চিত্তবিনোদনমূলক জায়গাগুলোতে নাটকাভিনয় বন্ধ থাকবে।

সরকার আরো নির্দেশ দিতে পারে যে, কোন অভিনয়ের তিন দিন আগে লিখিত নাটক হউক আর মূকাভিনয়ই হউক তা এ ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

এই আদেশের একটি কপি চিত্তবিনোদনের জায়গায় স্বত্বাধিকারীর উপর জারি করা হবে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত জায়গায় কর্তৃপক্ষের সামনে আগে উপস্থাপনের নির্দেশ অমান্যকারীদের নাটক অনুষ্ঠানের সম্মতি দেয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে তিন মাসের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডদণ্ডিত করতে পারেন।

তবে উল্লেখযোগ্য, যাত্রাভিনয় বা ধর্ম সংক্রান্ত কোন উপস্থাপনের বেলায় এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

মোটামুটিভাবে "নাটকাভিনয় সম্বন্ধীয় আইন" বা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন" নামে পরিচিত।

এই আইন জারিতে মূলতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ২৭-১১-১৮২১) (মৃত্যু ১৭-১২-১৮৯২) আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জনকারী এক ব্যক্তি। জগদানন্দ ছিলেন বৃটিশ সরকারের চাটুকার। আমন্ত্রণ ও উপঢৌকনে প্রিন্সদের মন ভরিয়ে দিতেন। উনিশ শতকের সাময়িকী ও সংবাদপত্রগুলো জগদানন্দকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে থাকে।

জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয় 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটি।' তারপর আর একবার পুনরাভিনয় হয় প্রহসনটির। দ্বিতীয় অভিনয়ের পরেই পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই প্রহসন বন্ধ হয়। এরই পেক্ষিতে ভারত সরকার অভিনয় নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারি করেন যা পরে আইনে (Act) রূপ লাভ করে।